তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সচিত্র প্রতিবেদন

(সেপ্টেম্বর ২০১৯ - জানুয়ারি ২০২০)

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: +৮৮০১৫৫২৪৯৩৫১৮
info@wbbtrust.org tcb@wbbtrust.org www.wbbtrust.org

মূল প্রতিবেদন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ***ধারা ৫ এর (ছ) এ বলা আছে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।*** কিন্তু, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে রাজধানীসহ সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো, আবুল খায়ের ট্যোবাকো, আকিজ টোব্যাকো, ঢাকা টোব্যাকোসহ অন্যান্য তামাক কোম্পানিগুলো কৌশলে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তামাক কোম্পানিগুলো দিনের পর দিন নিত্য নতুন আঙ্গিকে আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রদর্শণ করে চলছে, যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সম্পূর্ন অবৈধ এবং শাস্তিমূলক কাজ।

দেশব্যাপি হাট-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালের সামনে তামাক কোম্পানিগুলো বিক্রয়স্থল (point of sales)-কে বিজ্ঞাপনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। তাছাড়া উন্নতমানের রেষ্টুরেন্ট (যেখানে তরুণদের যাতায়াত বেশি) এরকম বিভিন্ন সুপারশপে তামাকজাত দ্রব্যের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে।

লোভনীয় চাকরীর প্রলোভন দিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে নানা ইভেন্ট আয়োজন, বিনামূল্যে কোম্পানির লোগো সম্বলিত টি-শার্ট, লাইটার, ফ্রি সিগারেট প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের উপহারসামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের ব্রান্ড প্রমোশন ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি। এছাড়াও তামাক কোম্পানিগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে রাস্তায়, পার্কে ও বিভিন্ন জনসমাগম স্থলে ভ্রাম্যমাণ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশেষ দিবস ও অনুষ্ঠানে (নতুন বছরের প্রথম দিন, স্বাধীনতা-বিজয় দিবস, বৈশাখী মেলা, বই মেলা) তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসী প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে ধূমপানে আসক্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে যা সুস্পষ্টভাবে ২০০৫ সালে প্রণীত "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" এর লঙ্ঘণ।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর প্রতিনিধিরা (সেপ্টেম্বর ২০১৯ - জানুয়ারি ২০২০) সময়কালে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের অবস্থার উপর পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অনুসন্ধানের মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয়ে ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তামাকজাত পণ্যের আগ্রাসী প্রচারণায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি!

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে 'ডার্বি' ব্রান্ডের সিগারেটের ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলায় সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করতে বিএটিবি বার্তা, ফ্লাইয়ার, ব্রান্ডের রং ও টি-শার্ট ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রচারণা কার্যক্রম চালাচ্ছে। মূলত, ব্রান্ড প্রমোশনই প্রধান উদ্দেশ্য ধূর্ত তামাক কোম্পানির। সারাদেশে ক্ষতিকর তামাকজাত পণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণে এ ধরনের প্রচারণায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিভিন্ন তামাক কোম্পানিটি। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বিক্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন তামাক কোম্পানির অভিনব প্রচারণা, সারাদেশে চিত্র অভিন্ন। অনুসন্ধানে সর্বাধিক ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি, জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল, আবুল খায়ের টোব্যাকো, ইউনাইটেড টোব্যাকো কর্তৃক তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন পরিলক্ষিত হয়েছে।

মিজান ষ্টোর
৫টাকা
LD

GOLD LEAF
লেনদেন করুন

LD

শুভেচ্ছা
এখানে ন্যায্য মূল্য
পণ্য বিক্রয় হয়
ডার্বি/হলিউড/পাইলট
৳ 8
প্রতি শলাকা
পানি ১৫ টাকা
চকলেট এক পিস্ ২ টাকা

T.C OF ENGLAND
MARISE
SPECIAL BLEND
MARISE
MARISE
আপনার প্রিয় ব্র্যান্ড
MARISE এর প্রতিটি
খালি প্যাকেট
(১০ শলাকার)
২
টাকা

শেখ
৪ টাকা
প্রতি শলাকা

Hollywood
PILOT
REXON
INTERNATIONAL
AKTCL
পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়

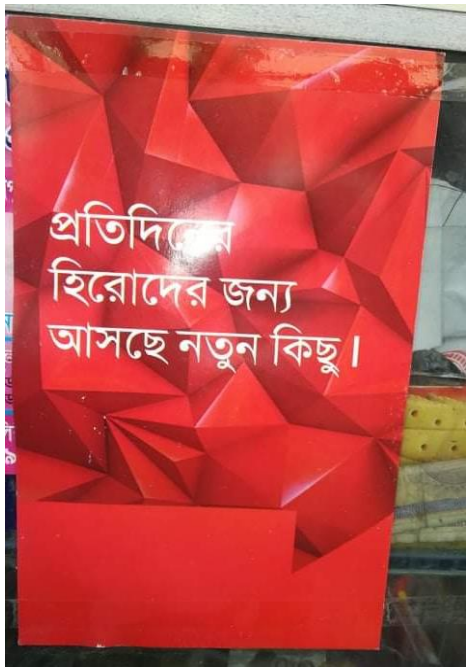

হিরোদের জন্য
আসছে নতুন কিছু।

NAVY
SPECIAL FILTER
ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়

কোয়ালিটি অথবা
[জাপানিজ]
কোয়ালিটি

SPS
Sales Promotion Service
Sales Promotion Service Ltd.
Point Name: Sutrapur.
Route No: 109 DDSS.

এখানে ন্যায্যমূল্যে
পণ্য বিক্রয় হয়
আকিজ বিড়ি
প্রতি প্যাকেট ১৭ টাকা
গ্রামীণ বিড়ি
প্রতি প্যাকেট ১৪ টাকা
পল্লী বিড়ি
প্রতি প্যাকেট ১২ টাকা
পান ৫ টাকা
চকলেট ১ পিস ২ টাকা
এখানে ন্যায্যমূল্যে
পণ্য বিক্রয় হয়
আকিজ বিড়ি
প্রতি প্যাকেট ১৭ টাকা
গ্রামীণ বিড়ি
প্রতি প্যাকেট ১৪ টাকা
পল্লী বিড়ি
প্রতি প্যাকেট ১২ টাকা
পান ৫ টাকা
চকলেট ১ পিস ২ টাকা

প্রতি কাপ চা
৫ টাকা
প্রতি শলাকা
৫ টাকা
LD
= ১০ টাকা

আবুল খায়ের টোব্যাকো'র আগ্রাসী প্রচারণা!

তামাকজাত পণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের আকর্ষণ করতে আগ্রাসী প্রচারণা চালাচ্ছে এ তামাক কোম্পানিটি। রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী সকল তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোর শাস্তি প্রদান না করলে তাদের এসকল অবৈধ/অনৈতিক কার্যক্রম অব্যহত থাকবে। যা জনস্বার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণে গৃহিত সরকারের পদক্ষেপকে ব্যহত করবে।

স্কুল কলেজের সামনে তামাকের বিজ্ঞাপনসম্বলিত বিক্রয়কেন্দ্র; ধূমপানে উৎসাহিত হচ্ছে শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্ম!

স্কুল-কলেজের আশেপাশে তামাকের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে তরুণদেরকে তামাকজাত দ্রব্য সেবনে উৎসাহিত করতে অভিনব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তামাক কোম্পানিগুলো। এতে অল্প বয়সী ও স্কুল-কলেজগামী ছেলেদের মাঝে তামাক সেবনের প্রতি কৌতূহল তৈরী হচ্ছে। যা আগামী দিনের অগ্রগামী তরুণ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। সম্প্রতি, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র প্রতিনিধি দল ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় কলেজের সামনে থেকে ছবিগুলো সংগ্রহ করে।

ভ্রাম্যমাণ দোকানেও তামাকের বিজ্ঞাপন।

মানুষ সহজেই হাতের নাগালে স্বাস্থ্যহানীকর তামাকজাত পণ্য পেয়ে মাত্রাতিরিক্ত সেবন করছেন। বিশেষ করে শ্রমজীবি মানুষ এতে বেশি পরিমাণে আসক্ত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে। তামাক ব্যবসা সম্প্রসারণ কিংবা প্রাণঘাতী পণ্য মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলোর অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যত্রতত্র তামাকজাত পণ্যের বিক্রয়কেন্দ্র (পয়েন্ট অব সেল) ও ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা। এসকল ভ্রাম্যমাণ দোকানেও বিভিন্ন প্রকার ষ্টিকার ও পোষ্টার দ্বারা তামাকের বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করা যায়।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করছে শিশুরা!

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে শিশুদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হচ্ছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরোজমিন পরিদর্শনে অহরহ এ দৃশ্য চোখে পড়ছে। অথচ, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের ধারা *[৬ক। (১) অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করিবেন না বা করাইবেন না* মর্মে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তামাক কোম্পানিগুলো ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তামাকজাত পণ্যের ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা হিসাবেও শিশুদের নিয়োগ দিচ্ছে। এর ফলে অল্প বয়সেই অনেক শিশু তামাকজাত পণ্য বিক্রয়ের পাশাপাশি সেবনেও উৎসাহিত হচ্ছে। হাতের নাগালে পাওয়ায় মানুষের মাঝেও স্বাস্থ্যহানীকর এসকল পণ্যের ব্যবহার বাড়ছে।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী'র বিধান লঙ্ঘণ করছে অধিকাংশ তামাক কোম্পানি

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী'র বিধান লঙ্ঘণ করে তামাকজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করছে অধিকাংশ তামাক কোম্পানি। বাজার পরিদর্শনে দেখা গেছে, বিভিন্ন কোম্পানির সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা, গুলের মোড়কে আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মূদ্রণ করা হচ্ছে না। বিশেষ করে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘণের চিত্র সবচেয়ে বেশি।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে তামাকজাত পণ্যের মোড়কের ৫০% অংশ জুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করার কথা থাকলেও অধিকাংশ কোম্পানি তা অনুসরণ করছে না। অধিকাংশ মোড়কে অস্পষ্ট ও ঘোলা ছবি মূদ্রণ করা হচ্ছে। তিন মাস অন্তর ছবি পরিবর্তনের কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা হচ্ছে না।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে, তামাকজাত পণ্যের প্যাকেট, মোড়ক, কৌটা ও কার্টুনে প্রধান পার্শ্বদেশের উভয় পাশে ৫০% জায়গা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে প্যাকেটে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ শুরু হলেও কার্টুনে তা মুদ্রণ করা হচ্ছে না। অধিকাংশ তামাক কোম্পানি তামাকের ব্রান্ড প্রমোশনে কার্টন ব্যবহার করছে।

ছবি ও তথ্য সংগ্রহ:

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ

প্রতিবেদন প্রণয়ন:

আবু রায়হান
ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট